ঢাকা কর্মশালা ও আলোচনা

যুব কর্মসংস্থান ও সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

বস্তিবাসী যুবসম্প্রদায়ের প্রত্যাশা

উপস্থাপনা

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
গবেষণা পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯; ঢাকা

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ

www.cpd.org.bd

বিশেষ ধন্যবাদ

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

সহযোগিতা

আবু সালেহ মোঃ শামীম আলম শিবলী

ইন্টার্ন, সিপিডি

সূচি

১. বাংলাদেশের বস্তিবাসী/ ভাসমান জনগোষ্ঠী

২. কর্মশালার/গবেষণার প্রেক্ষাপট

৩. যুবকদের কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের জন্যে প্রণীত জাতীয় নীতিমালা ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

৪. বস্তিবাসীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

৫. বস্তিবাসীর শিক্ষার অবস্থা

৬. বস্তিবাসীর কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি

৭. ভাসমান জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি

৮. বস্তিজীবনের চ্যালেঞ্জ

৯. ঢাকা জেলা: শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং যুবসমাজের সাথে জড়িত সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

১০. কর্মশালা-আলোচনার উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং ধরণ

১. বাংলাদেশের বস্তিবাসী/ ভাসমান জনগোষ্ঠী

- ২০১৪ সালের বস্তিশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের বস্তিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সর্বমোট সংখ্যা ২২,৩২,১১৪ জন।
  - ➢ *চিত্র ১ এ ১৯৯৭ এর পরে এই সংখ্যা ৬২.৩ শতাংশ বেড়েছে। গড়ে প্রতি বছর এই সংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৬৬ শতাংশ।*
  - ➢ *এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১১,৪৩,৯২৫ জন ও নারীর সংখ্যা ১০,৮৬,৩৩৭ জন, যা যথাক্রমে ৬২ ও ৬২.৮ শতাংশ বেড়েছে।*
  - ➢ *প্রতি বছর এই সংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২.৬৯ ও ২.৬২ শতাংশ।*
- ২০১৪ সালের বস্তিশুমারিতে প্রায় ১৬৬২১ জন লোক ভাসমান হিসেবে পাওয়া গিয়েছে, যা ১৯৯৭ থেকে ৮ শতাংশ কমেছে। (চিত্র ২)
  - ➢ *প্রতি বছরে এই ভাসমান জনগোষ্ঠী হ্রাস পাচ্ছে ৩.৬ শতাংশ হারে। পুরুষ ও মহিলা জনগোষ্ঠীর হ্রাসের হার প্রায় একই।*
- বস্তি হলো ৫ বা ততধিক গুচ্ছখানা যা বিক্ষিপ্তভাবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সরকারি, আধা-সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন খালি জমিতে গড়ে উঠে। ব্যক্তি মালিকানাধীন বাড়ির আঙিনায়ও বস্তি গড়ে উঠে।
- অন্যদিকে, ভাসমান লোক হলো ভবঘুরে প্রকৃতির সে সকল লোক, যাদের কোন স্থায়ী বাসস্থান নেই এবং যাদেরকে রেল ষ্টেশন, লঞ্চ ঘাট, বাস ষ্টপেজ, হাট বাজার, মাজার, সরকারি ব্যক্তিগত ভবনের সিঁড়ির নিচে, ফুটপাথে বা রাস্তার পাশে খোলা জায়গায় রাত্রি যাপন করতে দেখা যায়।

চিত্রঃ১ বস্তির জনসংখ্যা

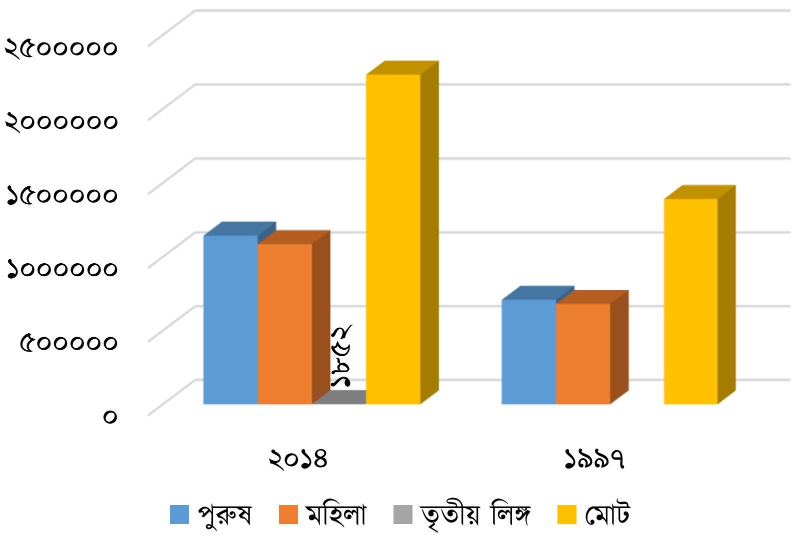

ভাসমান জনসংখ্যা

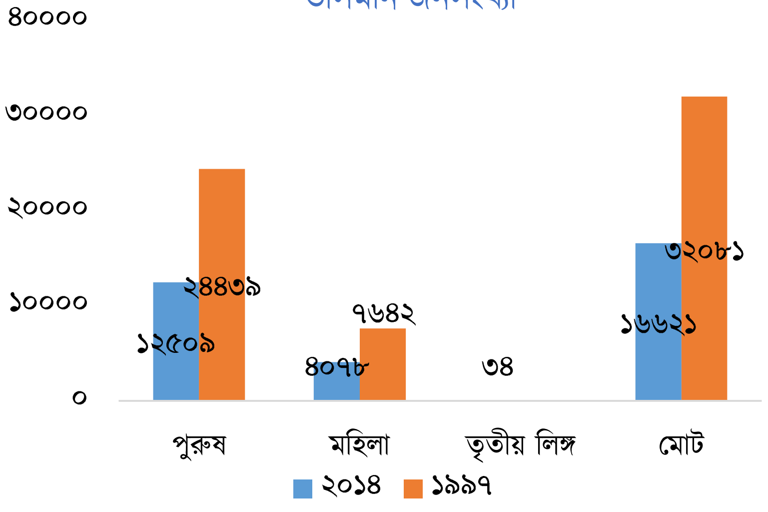

(CPD: 2019)

১. বাংলাদেশের বস্তিবাসী/ ভাসমান জনগোষ্ঠী

- ঢাকা শহরে বর্তমানে ৩,৩৯৪ টি বস্তি ও ১,৭৫,৩৯১ টি পরিবার রয়েছে।
- ঢাকার এসব বস্তিতে সর্বমোট ৮,৩৬,৫৭২ জন বসবাস করে।
- কড়াইল বস্তিতে বসবাসরত মোট পরিবার ১০,২২২ এবং মোট জনসংখ্যা ৩৬,৭১৯ জন।
    - এর মধ্যে পুরুষ ১৯,২৮০ জন
    - মহিলা ১৭,৪০৫ জন।
    - এছাড়াও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী রয়েছে ৩৪ জন। (বস্তিশুমারি ২০১৪)
- শারীরিকভাবে কাজ করতে সক্ষম নয় এমন জনগোষ্ঠী আছে প্রায় ১.০৬ শতাংশ।
    - এই হার সবচেয়ে বেশি তৃতীয় লিঙ্গের সম্প্রদায়ের মধ্যে, যা প্রায় ৪.১ শতাংশ।

কড়াইল বস্তি	সংখ্যা
পরিবার	১০২২২
মোট	৩৬৭১৯
ছেলে	১৯২৮০
মেয়ে	১৭৪০৫
তৃতীয় লিঙ্গ	৩৪

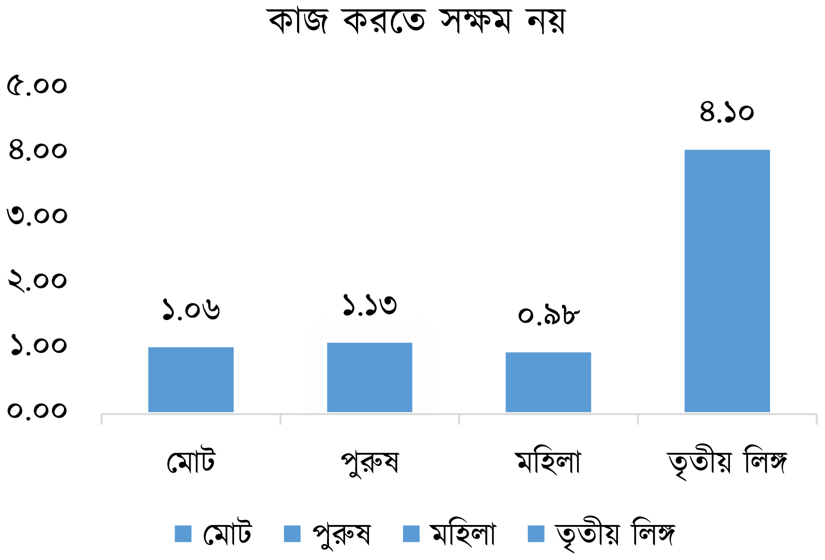

(CPD: 2019)

১. বাংলাদেশের বস্তিবাসী/ ভাসমান জনগোষ্ঠী

বিভাগওয়ারী তরুণ জনগোষ্ঠী

- ১৫-১৯ বছরের বস্তিবাসী তরুণদের আধিক্য সিলেট বিভাগে সবচেয়ে বেশি, তবে ২০-২৪ বছরের তরুনের আধিক্য উত্তরবঙ্গে বেশি। কিন্তু এ বয়সের তরুণ ঢাকায় কিছুটা কম ও চট্টগ্রাম বিভাগে একেবারেই কম।

- ২৫-২৯ বছরের তরুনের সংখ্যা আবার ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে সবচেয়ে বেশি। সিলেটে সবচেয়ে কম।

- ভাসমান জনগোষ্ঠীর ১০-১৯ বছর বয়সের তরুনের সংখ্যা রাজশাহী, বরিশাল ও ঢাকা অনেক বেশি এবং রংপুরে সবচেয়ে কম। একই গোষ্ঠীর ২০-২৯ বছর বয়সের তরুনরা সব বিভাগে প্রায় সমভাবে বিস্তৃত থাকলেও এখানেও রংপুর বিভাগে সবচেয়ে কম।

বস্তিবাসী ১৫-১৯

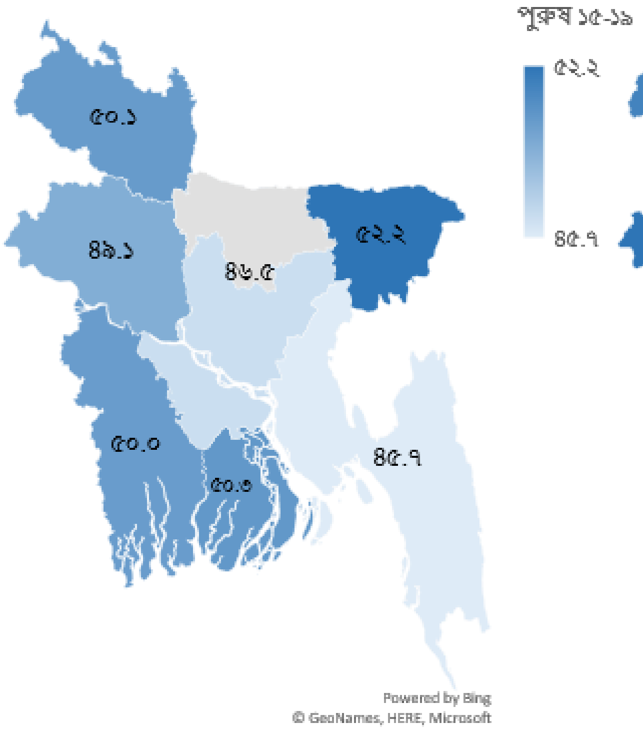

বস্তিবাসী ২০-২৪

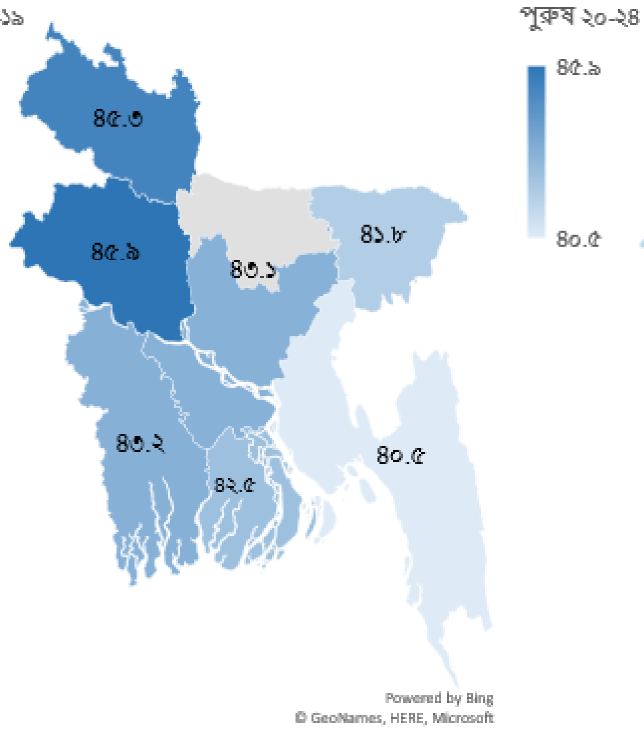

বস্তিবাসী ২৫-২৯

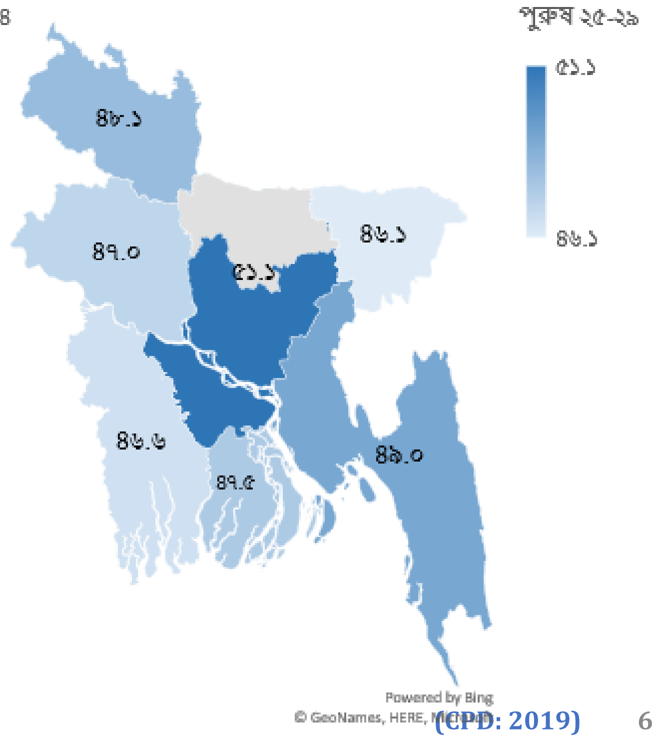

(CPD: 2019)

১. বাংলাদেশের বস্তিবাসী/ ভাসমান জনগোষ্ঠী

বিভাগওয়ারী তরুণী জনগোষ্ঠী

- ১৫-১৯ বছরের বস্তিবাসী তরুণীদের আধিক্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগে সবচেয়ে বেশি।
- ২০-২৪ বছরের তরুণীরা চট্টগ্রাম ও সিলেটে সবচেয়ে বেশি বাস করে। অন্যদিকে, ২৫-২৯ বছরের তরুণীরা ঢাকা ও চট্টগ্রাম ব্যতীত বাকি সব বিভাগেই প্রায় সমভাবে বাস করে।
- ভাসমান জনগোষ্ঠীর ১০-১৯ বছর বয়সের তরুণীরা রংপুর ও খুলনা বিভাগে অনেক বেশি এবং বরিশাল ও রাজশাহীতে সবচেয়ে কম। একই গোষ্ঠীর ২০-২৯ বছর বয়সের তরুণীরা রংপুর বিভাগে সবচেয়ে বেশি ও ঢাকায় সবচেয়ে কম এবং বাকি সব বিভাগে প্রায় সমভাবে বিস্তৃত।

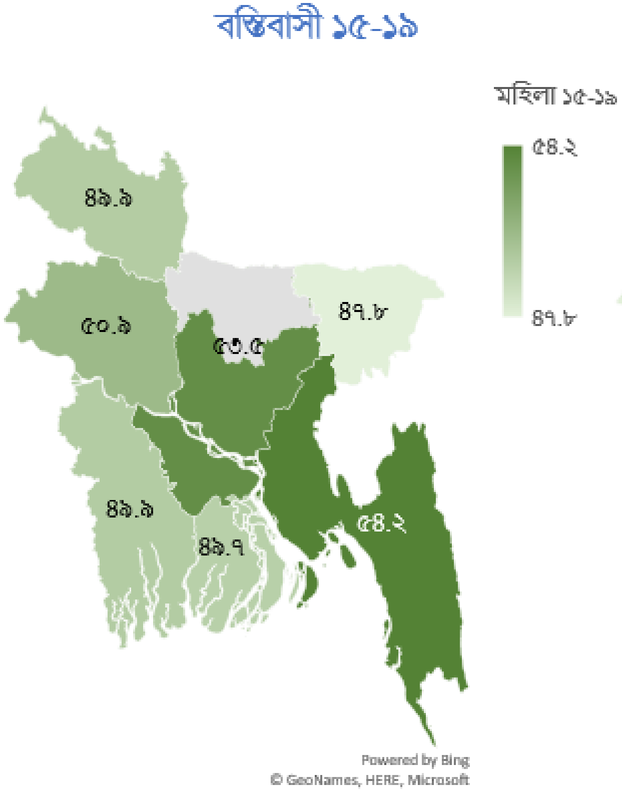

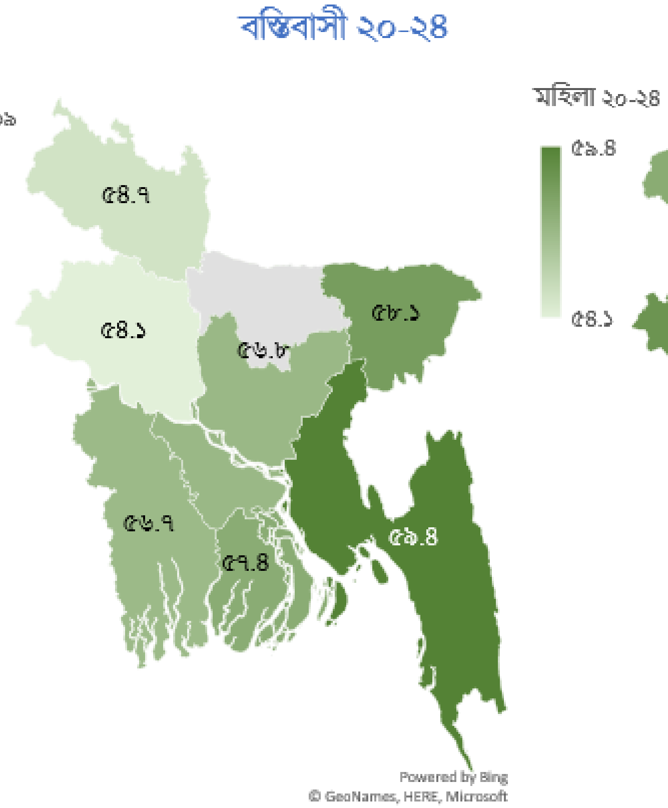

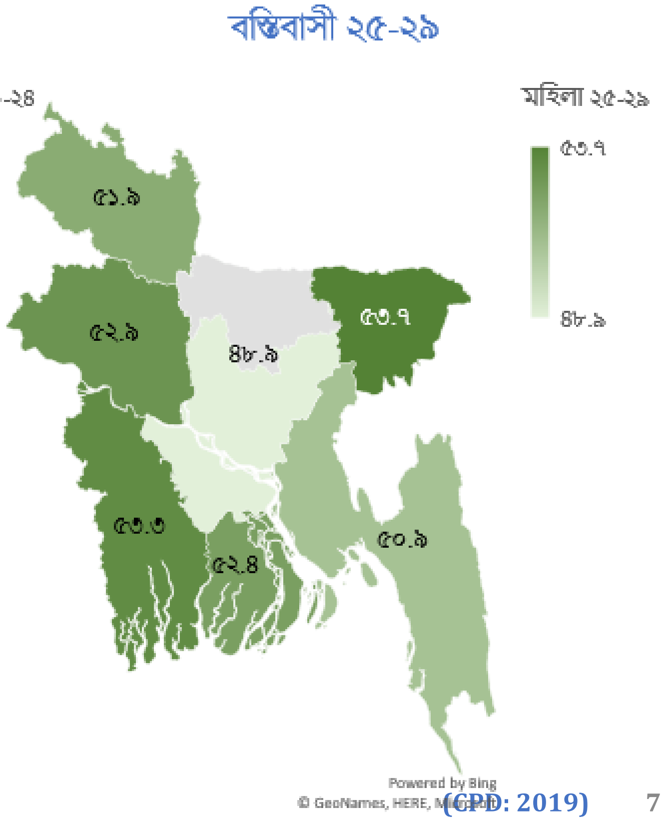

(CPD: 2019)

১. বাংলাদেশের বস্তিবাসী/ ভাসমান জনগোষ্ঠী

বিভাগওয়ারী তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী

- ১৫-১৯ বছরের বস্তিবাসী তৃতীয় লিঙ্গের যুবসমাজের আধিক্য উত্তরবঙ্গ ব্যতীত বাকি সব বিভাগেই কিছুটা লক্ষণীয়। অন্যদিকে ২০-২৪ বছরের ক্ষেত্রে বরিশালে কিছুটা বেশি উপস্থিতি আছে।
- ২৫-২৯ বছরের এই যুবসমাজ খুলনা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে সবচেয়ে বেশি বাস করে।
- ভাসমান জনগোষ্ঠীর ১০-১৯ বছর বয়সের তৃতীয় লিঙ্গের যুবসমাজ শুধু খুলনা ও ঢাকা বিভাগে বাস করে থাকে। একই গোষ্ঠীর ২০-২৯ বছর বয়সের যারা তারা রংপুরে বেশি এরপর ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রায় সমভাবে বাস করে।

বস্তিবাসী ১৫-১৯

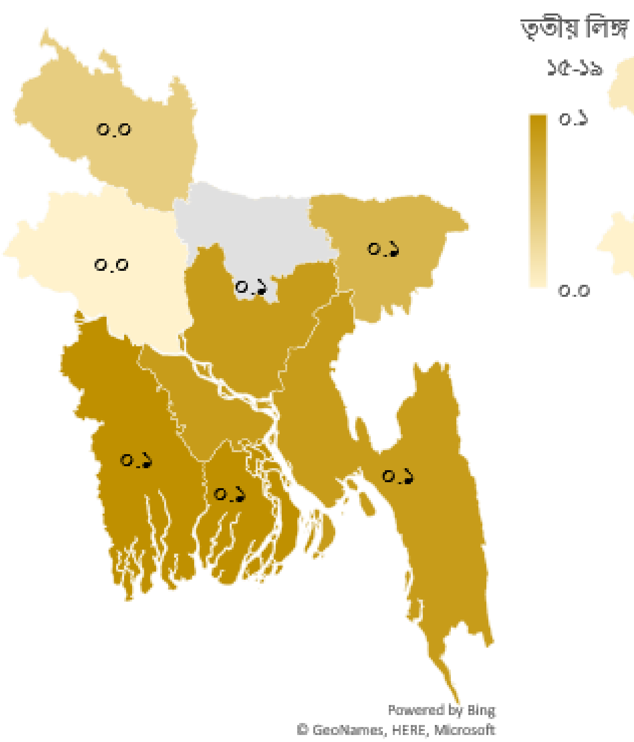

বস্তিবাসী ২০-২৪

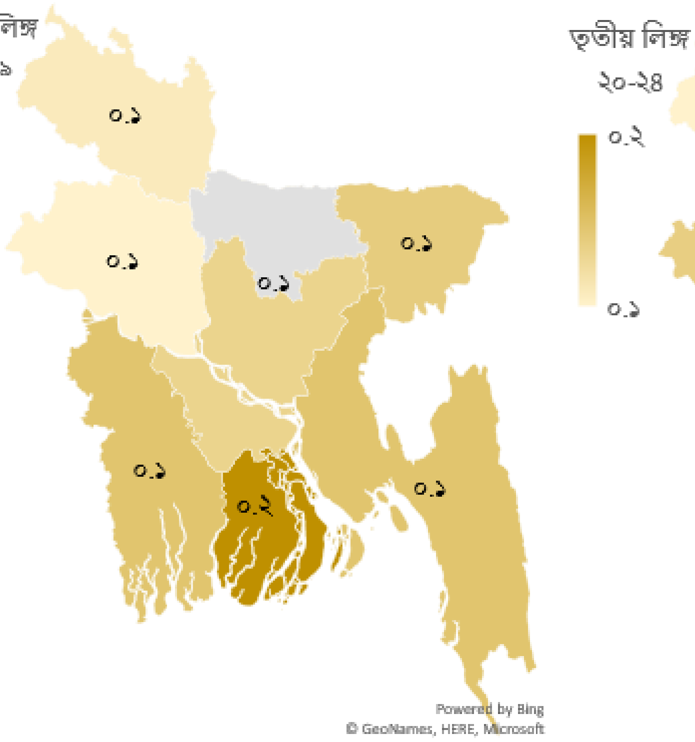

বস্তিবাসী ২৫-২৯

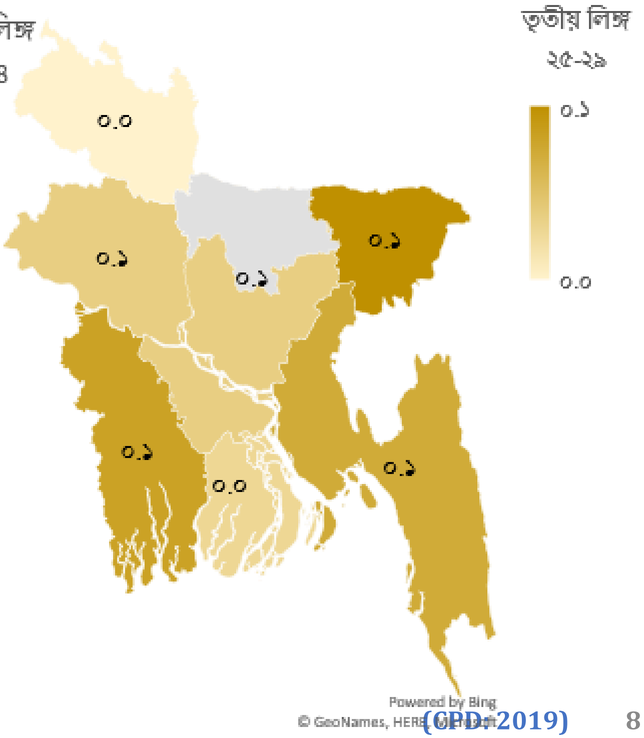

(CPD: 2019)

২. কর্মশালার/গবেষণার প্রেক্ষাপট

- **এ বিপুল বস্তিবাসী ও ভাসমান জনগোষ্ঠী অর্থনীতির মূলস্রোতধারার বাইরে।**
- **সরকারের মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় এ জনগোষ্ঠীর জন্য কি কি সুযোগ রাখা আছে, তা জানা জরুরী।**
- **জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০২০ এর ঘোষণা অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে অতিরিক্ত আরো ৩ কোটি কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।**
    - *বর্তমানে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারে কর্মসংস্থান তৈরীর ক্ষেত্রেও একই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে, যেখানে যুব কর্মসংস্থান তৈরীতে বিশেষভাবে জোর দেয়ার কথা বলা আছে।*
- **শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকরী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা এবং দক্ষতার অভাব রয়েছে। এই ধরণের দুর্বলতা যুবকদের মাঝে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বেশি লক্ষণীয়।**
    - *জড়িত এ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ও সরকারি অফিসগুলো যারা বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে সেবা প্রদানের সাথে জড়িত এর আওতাভুক্ত।*
    - *বস্তিবাসীদের জন্য এ সুযোগগুলো কতটুকু রয়েছে?*

(CPD: 2019)

২. কর্মশালার/গবেষণার প্রেক্ষাপট

- **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে অগ্রগামী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। সেখানে এসডিজির আলোকে কর্মসংস্থান তৈরীতে এই গবেষণার ফলাফল পর্যালোচিত হতে পারে।**
  - *গবেষণাটি এসডিজি ১৬.৬ এর আলোকে কর্মসংস্থান এবং যুবসমাজের সাথে সম্পর্কিত কার্যকর, জবাবদিহিতা মূলক এবং স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবে।*
  - *গবেষণাটি ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান তৈরীর যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালার সংস্কারের সাথে সাথে কার্যসম্পাদন নীতিমালা সংস্কারের ব্যবস্থা করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুপারিশমালা পেশ করবে।*
- **এই কর্মশালা গবেষণার জন্য বিশ্লেষণমূলক কাঠামো তৈরী, গবেষণার পরিধি, জরিপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরী করা এবং সেই প্রশ্নাবলীতে কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন তা বুঝতে সাহায্য করবে।**
- **‘আরও বেশি এবং আরও ভাল কর্মসংস্থান’ অনেক ধরণের প্রভাবকের সাথে জড়িত-**
  - *কর্মসংস্থানের মান কেমন এবং কি পরিমাণ কর্মসংস্থান তৈরী হচ্ছে তার মূল্যায়ন;*
  - *কর্মসংস্থানের ধরণ এবং শ্রমশক্তিতে অন্তর্ভূক্তি;*
  - *কৃষি এবং অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা;*
  - *ব্যবসায়ে প্রবেশের নিয়ম/ বিধি;*
  - *শিক্ষা এবং দক্ষতার গুণমান;*
  - *শ্রম বাজারের সাথে জড়িত নিয়মকানুন, এর সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান এবং পরিকল্পনা;*

(CPD: 2019)

২. কর্মশালার/গবেষণার প্রেক্ষাপট

- কর্মসংস্থান তৈরীর এই লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা, দক্ষতা এবং কর্মসংস্থানের সাথে সম্পর্কিত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে;

- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকরী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা এবং দক্ষতার অভাব রয়েছে। এই ধরণের দুর্বলতা যুবকদের মাঝে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বেশি লক্ষণীয়।
  - *জড়িত এ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ও সরকারি অফিসগুলো যারা বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে সেবা প্রদানের সাথে জড়িত এর আওতাভুক্ত।*

- এই গবেষণাটি মূল্যায়ন করবে এই যে, ২০৩০ সালের মধ্যে যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরীর লক্ষ্যে কি ধরণের নিয়ন্ত্রণমূলক, প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালনাগত নিয়ম-নীতির পরিবর্তন/ সংস্কার করা প্রয়োজন।

৩. যুবকদের কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের জন্যে প্রণীত জাতীয় নীতিমালা ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ তে যুবকদের কর্মসংস্থান তৈরী এবং তাদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত যে সকল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

- ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ উদ্যোগ;
- জাতীয় সেবা প্রকল্প;
- উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;
- ‘কর্মঠপ্রকল্প’ ও ‘সুদক্ষপ্রকল্প’
- যুবকদের জন্য সমন্বিত ডাটাবেস;
- স্বনির্ভর যুবকদের জন্য জামানত মুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা;
- মূলধনের যোগান, প্রযুক্তি, ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সুবিধাসমূহ;
- যুব উদ্যোক্তা নীতি গ্রহণ;
- পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে সমান মজুরি সুনিশ্চিতকরণ;
- অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান;
- দক্ষ সরবরাহ শৃঙ্খল (supply chain) প্রতিষ্ঠা, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ;
- প্রত্যাবাসী অভিবাসীদের জন্য কর্মসূচি;
- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রকল্প;
- ‘সুনীল অর্থনীতি’ এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান
- যুবকদের জন্য পৃথক বিভাগ স্থাপন;
- যুব মন্ত্রণালয়ের জন্য তহবিলের বরাদ্দ বৃদ্ধি;
- যুব গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন;

(CPD: 2019)

৩. যুবকদের কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের জন্যে প্রণীত জাতীয় নীতিমালা ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

যুব কর্মসংস্থান তৈরীর লক্ষ্য নিয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) তে যে সকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে-

- ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য পশুপালনের ব্যবস্থা করে দেয়া;
- নারীদের সহ বন ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান তৈরীর ব্যবস্থা করা;
- সমবায় সমিতির ব্যবহার করা;
- গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ ও মহিলাদের জন্য অর্থায়নের/ অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধা করে দেয়া;
- স্ব-নির্ভরদের দক্ষতার বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সরবরাহ শৃঙ্খলের (supply chain) বিকাশ ঘটানো;
- সংগঠন তৈরী, মূলধন গঠন, প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলে সহায়তা পৌঁছে দেয়া;
- আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য সমবায় সমিতির উন্নয়ন সাধন করা;
- বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নগর ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;
- এসএমই, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং তথ্য সম্পর্কিত শিক্ষানবিশ প্রকল্প গ্রহণ করা;
- মানব সম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তহবিল ও সম্পদ বরাদ্দ করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন জোরদার করা।

(CPD: 2019)

৩. যুবকদের কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের জন্যে প্রণীত জাতীয় নীতিমালা ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

২০১৯-২০২০ আর্থিক বছরের জাতীয় বাজেটের ঘোষণায় আগামী বছর গুলোতে কর্মসংস্থান তৈরীর সাথে সম্পৃক্ত বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে

- শিল্প খাত নিয়ে ৩ বছরের প্রকল্প গ্রহণ করা;
- পরবর্তী ২ বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় আইন / বিধি এবং নীতি / কৌশলগুলির সংস্কার করা;
- সুনির্দিষ্ট কিছু শ্রেণীর/ জনগণের প্রশিক্ষণের জন্য ১০০ কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দ রাখা;
- বেকার যুবকদের দক্ষতার বিকাশ ঘটানো;
- ১৫ লক্ষ মানুষের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- 'আমার গ্রাম- আমার শহর' প্রকল্প গ্রহণ করা;
- ১০০ টি অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন এবং এর মাধ্যমে ১ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- ব্যবসায় সহজীকরণের সূচক (ease of doing business index) দুই অঙ্কে নামিয়ে আনা
- ৬৪ টি জেলার বিনিয়োগকারীদের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) চালু করা;
- সম্ভাব্য উৎপাদন খাতের জন্য কর ছাড়ের সুবিধা অব্যাহত রাখা;
- শারীরিক ভাবে অক্ষম বা পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য আলাদা ভাবে পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরী করা;
- 'যুব শক্তিঃ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ' – বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ।

(CPD: 2019)

৪. বস্তিবাসীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

- শুমারির তথ্যমতে সবচেয়ে বেশি বস্তিতে আসার কারনগুলো হলো- কাজের সন্ধান ৫০.৯৬%, দারিদ্র ২৮.৭৬%, অন্যান্য ৯.৪১% সহ নদীভাঙন, নিরাপত্তাহীনতা, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি।

- বস্তিবাড়িতে আলোর উৎসের মধ্যে বিদ্যুতের ব্যবহার বস্তিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৯০ শতাংশ।
    - *কেরোসিনের ব্যবহার এখনো অনেকটাই রয়ে গেছে।*

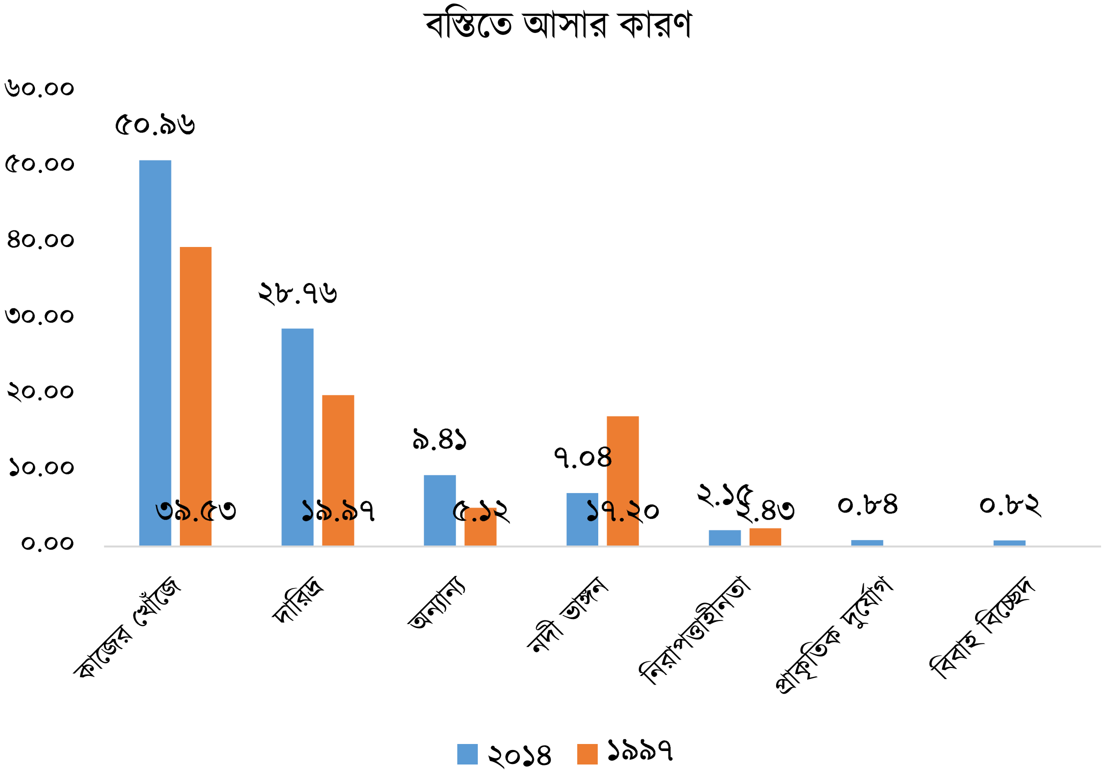

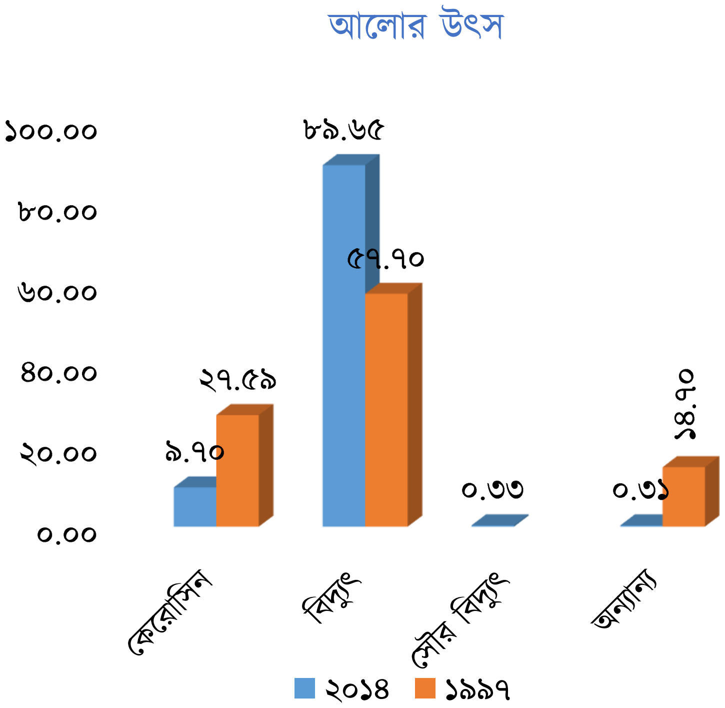

(CPD: 2019)

৪. বস্তিবাসীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

- শৌচাগার সুবিধার দিক দিয়ে বস্তির মানুষেরা অনেকটাই পিছিয়ে
    - *প্রায় ৪২.১৯% বস্তিবাসী গর্ত/খাল ল্যাট্রিন হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার বাড়ছে, অন্যদিকে ঝুলন্ত ও খোলা জায়গা ব্যবহার কমছে।*
- খাবার পানির উৎস হিসেবে নলকূপের ব্যবহার কিছুটা কমে গেছে, অন্যদিকে ট্যাপের পানি ব্যবহার অনেকাংশে বেড়ে গেছে।
    - *কূপ, পুকুর, খালের মত অস্বাস্থ্যকর জায়গাকে পানির উৎস হিসেবে ব্যবহারও অনেক কমে এসেছে।*
- সামাজিক পরিস্থির উন্নতি লক্ষণীয়। কিন্তু একটা বিশাল জনগোষ্ঠী এসব সেবার বাইরে।

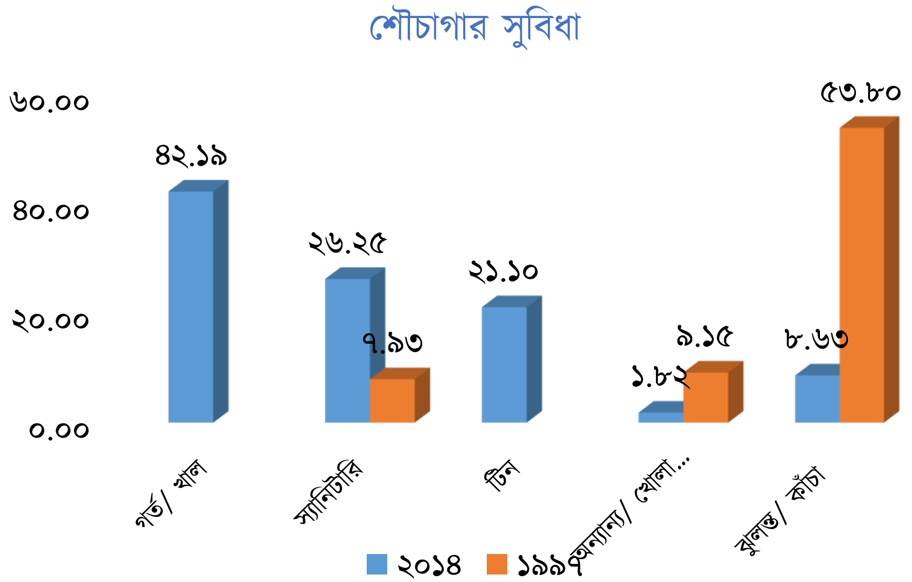

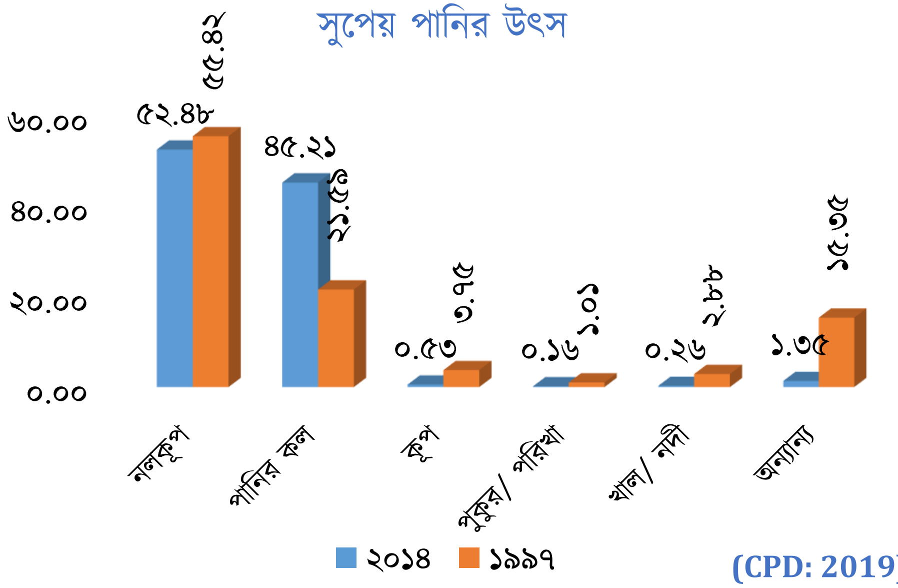

(CPD: 2019)

৫. বস্তিবাসীর শিক্ষার অবস্থা

- বস্তিবাসী পুরুষদের স্বাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি প্রায় ৩৫ শতাংশ।
  - অন্যদিকে ভাসমান জনগোষ্ঠীর নারীদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার খুবই নগন্য, প্রায় ২-৩ শতাংশের কাছাকাছি।
  - ১৯৯৭ সালের পর থেকে বস্তিবাসী ও ভাসমান জনগোষ্ঠীর শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষণীয়।
- তৃতীয় লিঙ্গের সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৩১.৫০ শতাংশ।
  - ১৯৯৭ সালের পর থেকে এই জনগোষ্ঠীর শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষণীয়।
- বস্তির জনগোষ্ঠীর বৈবাহিক স্থিতি জাতীয় পর্যায়ের বৈবাহিক স্থিতির সাথে প্রায় সমানুপাতিক, কিন্তু ভাসমান মানুষদের বৈবাহিক অবস্থার মধ্যে ব্যাপক তারতম্য লক্ষণীয়।

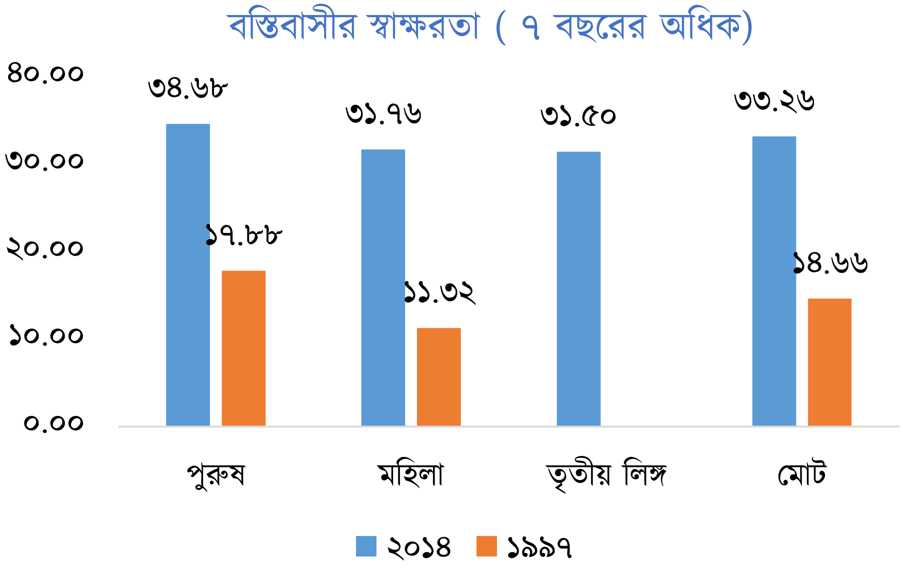

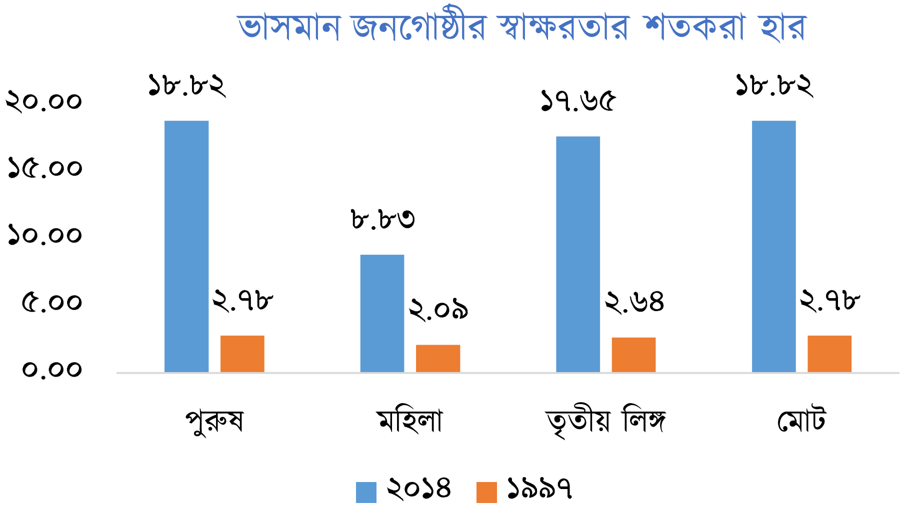

(CPD: 2019)

৫. বস্তিবাসীর শিক্ষার অবস্থা

➢ বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষিত বস্তিবাসীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের বস্তিবাসীরা সবচেয়ে বেশি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত যা প্রায় ৭৭%

- কিন্তু কারিগরি দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে মাত্র ২.৭৭%।

➢ রাজশাহী বিভাগের বস্তিবাসীরা কারিগরি শিক্ষায় সবেচেয়ে বেশি অগ্রসর যা ৪.২৮%।

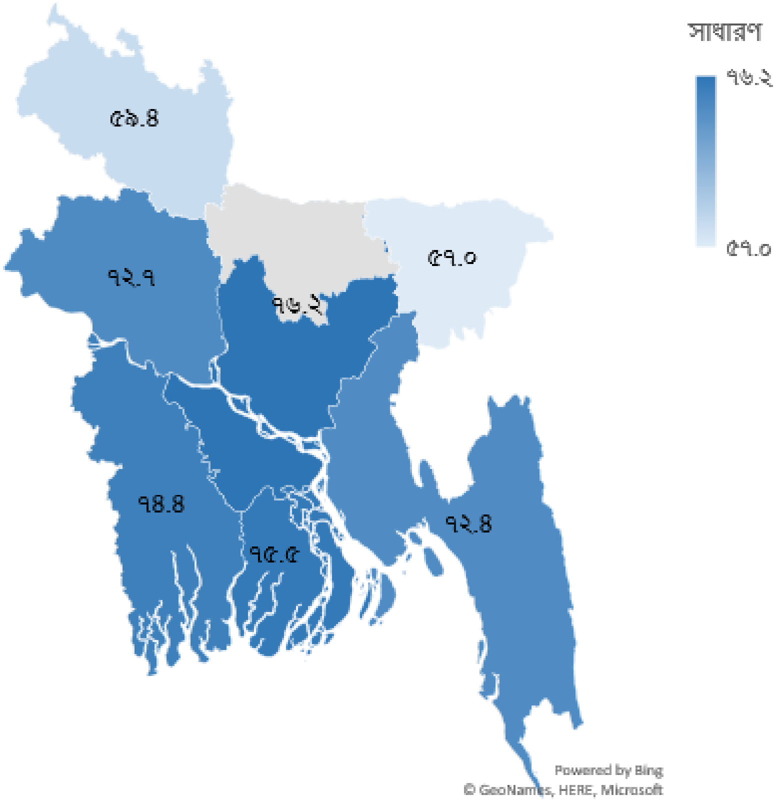

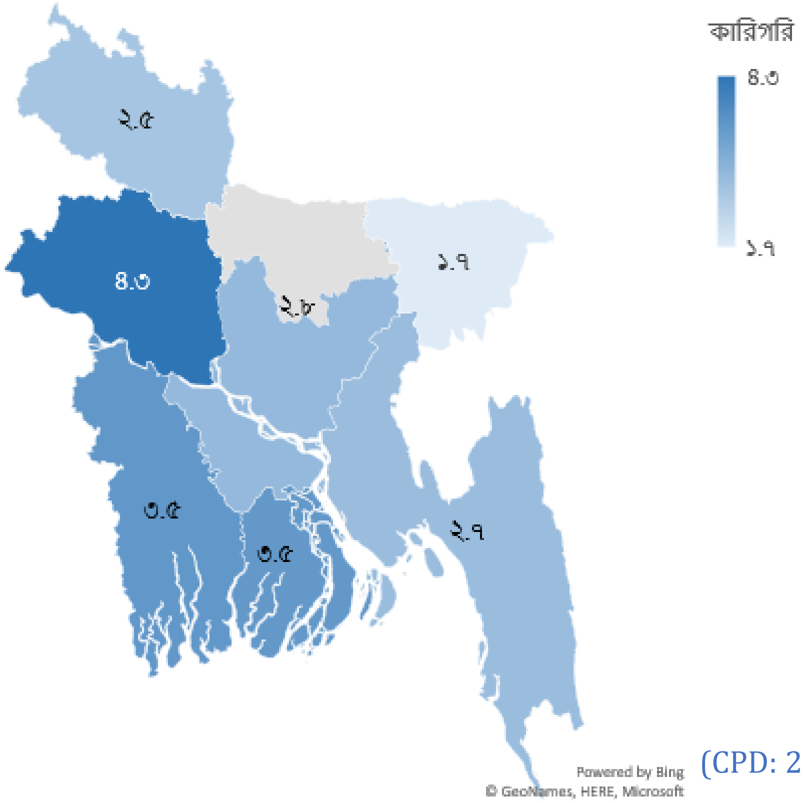

(CPD: 2019)

৫. বস্তিবাসীর শিক্ষার অবস্থা

- ধর্মীয় শিক্ষায় চট্টগ্রাম বিভাগের বস্তিবাসীরা ২.০৯% ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, যা সবচেয়ে বেশি।
- অন্যান্য ধরণের শিক্ষায় ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের অস্তিবাসীরা সবচেয়ে পিছিয়ে কিন্তু সিলেট বিভাগ সবচেয়ে বেশি এগিয়ে যা প্রায় ৪০%।

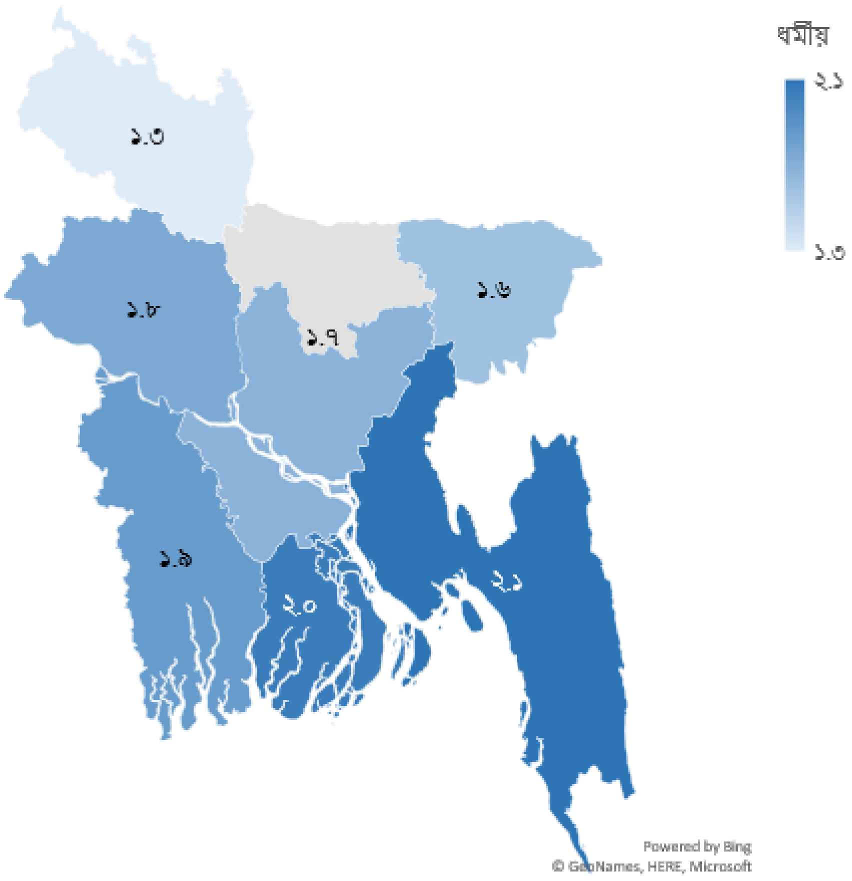

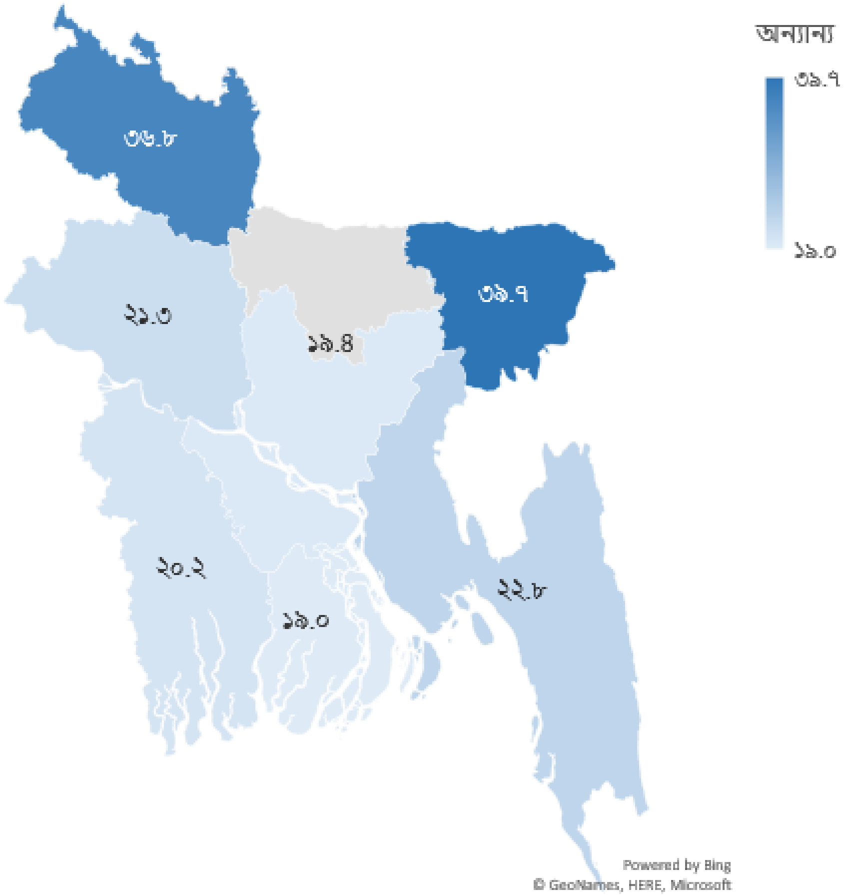

(CPD: 2019)

৬. বস্তিবাসীর কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি

- আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে প্রায় ১৭ শতাংশ বস্তিবাসী রিক্সা/ ভ্যান চালায়, কিন্তু এই পেশায় নিয়োজিত থাকার মানুষের সংখ্যা দিনে দিনে কমে আসছে।
  - *১৯৯৭ সাথে এই পেশায় নিয়োজিত ছিলো ৯.০৩% বস্তিবাসী যা ২০১৪ তে এসে দাঁড়ায় ৬.৯২% এ।*
- অপরদিকে, গৃহপরিচারিকা পেশায় নিয়োজিত আছেন মাত্র ৬.৪১% বস্তিবাসী, যেখানে বস্তিবাসীদের মধ্যে প্রায় ১৮% নারী শুধুই গৃহিণী হিসেবে আছেন।
- পোশাক তৈরী পেশায় নিয়োজিত থাকা ও এই পেশা আয়ের প্রধান উৎস এমন বস্তিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৪ শতাংশ।
- ব্যবসায়ে নিয়োজিত আছে ৬.৭১% বস্তিবাসী এবং এ পেশা ১৬.৮% বস্তিবাসীর আয়ের দ্বিতীয় প্রধান একটি উৎস।
- বস্তিবাসীদের মধ্যে বেকারত্বের হার বাড়ছে, অন্যদিকে কৃষক, ফেরিওয়ালা, কুটির শিল্পে নিয়োজিতদের সংখ্যা দ্রুত কমছে।
- পেশা পরিবর্তন বস্তিবাসীদের জীবনযাপনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে।
- বস্তিবাসীর সিংহভাগই বেসরকারি খাতের সাথে জড়িত। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো- পোশাক কারখানায়, ব্যবসা, সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান, নির্মান শিল্পে, পরিবহন শিল্পে ও অন্যান্য।
- অধিকাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সাথেও জড়িত যেখানে-
  - *কর্মঘন্টা, মজুরি, নিরাপত্তা, ইত্যাদি মানদণ্ডের নেই নির্দিষ্ট কোন কাঠামো।*

(CPD: 2019)

৬. বস্তিবাসীর কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি

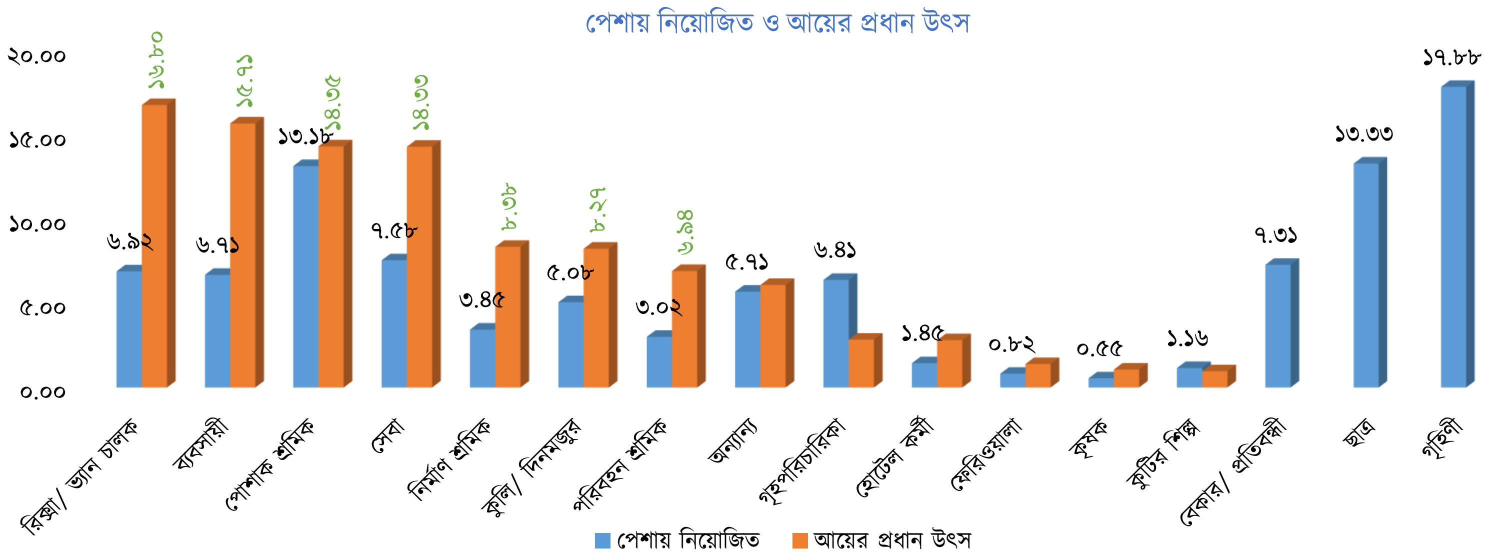

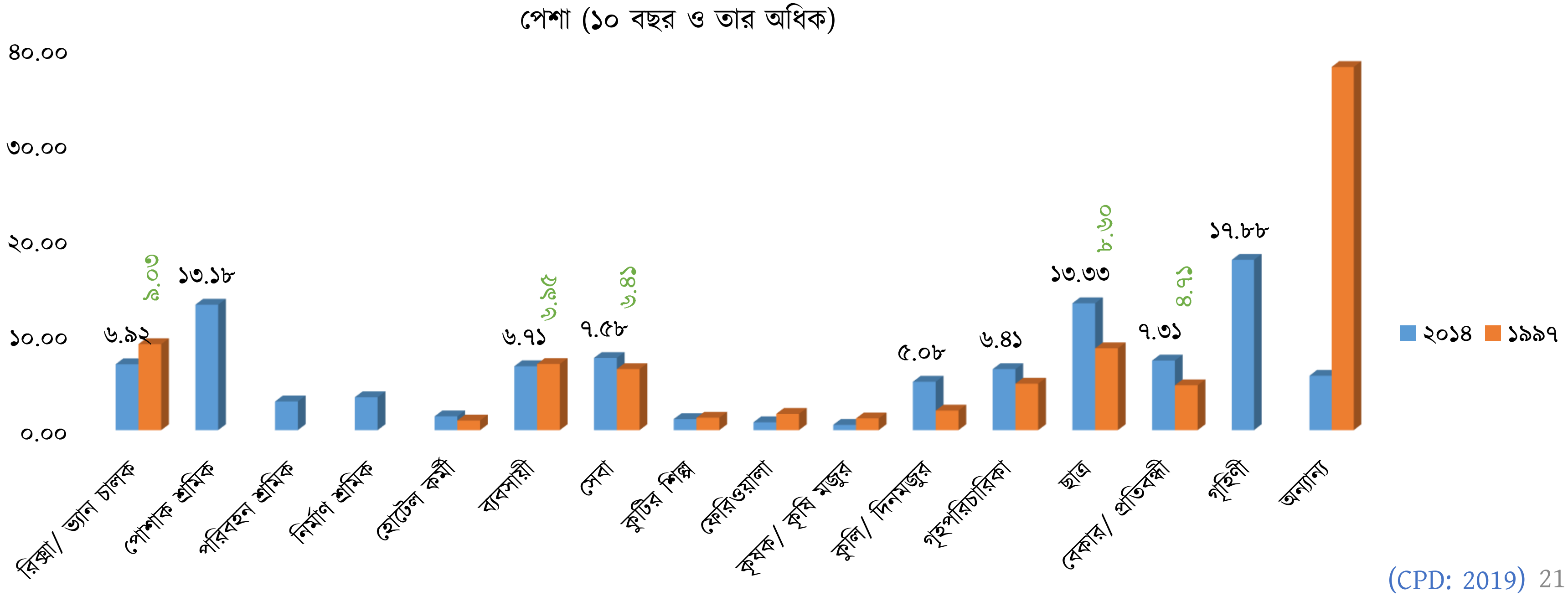

(CPD: 2019)

৭ ভাসমান জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি

- আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে প্রচলিত পেশার চাইতে "অন্যান্য" ধরণের পেশাতেই প্রায় ৩০% ভাসমান মানুষ জড়িত, এবং এই ধরণের পেশায় নিয়োজিত থাকা মানুষের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। ১৯৯৭ সাথে এই পেশায় নিয়োজিত ছিলো মাত্র ৪% প্রায়।
- হতাশাব্যঞ্জক হলেও সত্যি যে এই গোষ্ঠীর মধ্যে বেকার/ প্রতিবন্ধীর সংখ্যাও দিনে দিনে বাড়ছে।
- তবে তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মী হিসেবে যোগদান কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিগত দশকগুলোতে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে যে আধিক্য এই গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যেতো তা এখন প্রায় ৮০ ভাগ কমে গেছে।
- অন্যান্য ধরণের পেশার পাশাপাশি এই গোষ্ঠীর মানুষেরা কুলি/ দিনমজুর পেশাকে আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে বেছে নিয়েছে।
- বিগত দশকের তুলনায় পেশাগত পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষণীয়।

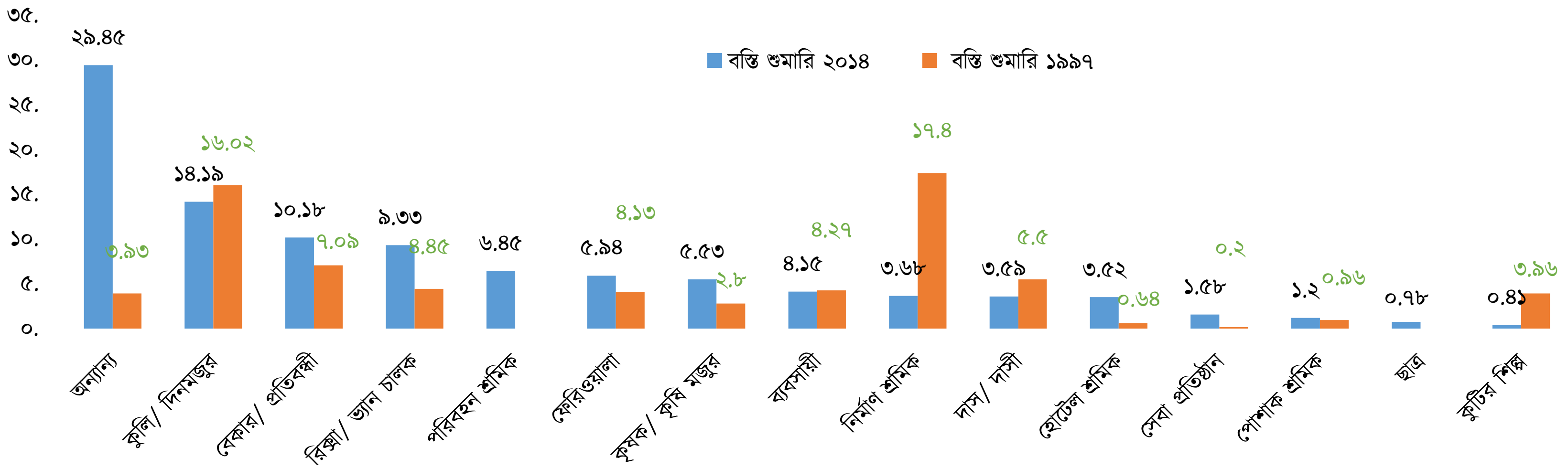

(CPD: 2019)

৮. বস্তিজীবনে চ্যালেঞ্জ

- **বস্তিজীবনের বিভিন্ন সামাজিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কড়াইল বস্তির ওপরে এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা করা হয়।** (Poverty and Violence in Korail Slum in Dhaka, Bangladesh, UK and Denmark 2016.)

- **নিরাপত্তা সুবিধা-**
  - *৩১% বাসিন্দারা কড়াইলে নিজেদেরকে অনিরাপদ মনে করে, ৮৯% অনেকটাই অনিরাপদ ও ৬% খুবই অনিরাপদ মনে করে থাকেন।*
  - *৯৯% মানুষের পানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের সুবিধা আছে, ৮৮% এর স্বাস্থ্য সুবিধার সুযোগ রয়েছে এবং ৮৪% মানুষের শিক্ষার সুযোগ রয়েছে।*

- **সংঘাত/ মারামারি/ সহিংসতা**
  - *৮৯% মানুষই মনে করে যে ঘরোয়া সহিংসতাই সংঘাতের মূল কারণ।*
  - *চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, মাদকদ্রব্যের আদান-প্রদান, মানব পাচার, যৌন হয়রানি, এবং ধর্ষণকেই মূল কারণ হিসেবে দেখা হয়।*

- **পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সম্পর্ক-**
  - *মাত্র ২% মানুষ মনে করে সাধারণ মানুষের সাথে পুলিশের ভালো সম্পর্ক আছে।*
  - *অন্যদিকে ১০% মনে করে যে এ সম্পর্ক শুধু জমি আর বাড়ির মালিকের সাথে।*
  - *যেখানে ৪৭% মনে করে স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদের সাথে আর ৬৩% মনে করে রাজনীতিবিদদের সাথেই পুলিশের ভালো সম্পর্ক বিরাজমান।*

৮. বস্তিজীবনে চ্যালেঞ্জ

➢ চাঁদাবাজি ও মাদক সমস্যা

- পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারি জমিতে বসবাসকারী এসব বস্তিবাসীদের মাস শেষে যে টাকা ভাড়া হিসেবে দিতে হয় তা চলে যায় রাজনৈতিক নেতাদের পকেটে।
- মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে, বনানীর কড়াইল বস্তি ও অন্যদিকে মিরপুরের চলন্তিকার ঝিলপাড়ের বস্তি রাজধানীর অন্যতম আলোচিত ‘মাদকের আখড়া’। এখানে মাদক ব্যবসায়ীরা নিয়মিত মাদক বিক্রি করে থাকেন।

(উৎস - ২২ মে, ২৮ জুন, ২০১৮ এবং ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো)

৯. ঢাকা জেলা: শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং যুবসমাজের সাথে জড়িত সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

যুবকদের বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান যেমন- শিক্ষা, দক্ষতার উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ের জন্য উদ্যোক্তা বিকাশের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

সরকারি প্রতিষ্ঠান

- জেলা প্রশাসন/ নগরপালের কার্যালয়
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়
- হিসাবরক্ষকের কার্যালয়
- চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়/ আদালত
- সমাজ সেবা
- জেলা পুলিশের কার্যালয়
- ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
- জেলা শিক্ষা অফিস
- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
- উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
- জেলা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো অফিস
- আইসিটি বিভাগ, জেলা অফিস
- শিক্ষা সংক্রান্ত আইসিটি প্রশিক্ষণ ও সংস্থান কেন্দ্র (ইউআইটিআরসিই)
- জেলা যুব উন্নয়ন অফিস
- উপ-পরিচালকের কার্যালয়, স্থানীয় সরকার
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- দুর্নীতি দমন কমিশন
- মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
- স্থানীয় সরকার বিভাগ
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- কাস্টমস এক্সাইজ এবং ভ্যাট অফিস
- কর কমিশনারের অফিস
- জাতীয় জেলা সঞ্চয় অফিস
- আমদানি-রফতানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
- বাংলাদেশ ব্যাংক
- বাণিজ্যিক ব্যাংক

৯. ঢাকা জেলা: শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং যুবসমাজের সাথে জড়িত সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

যুবকদের বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান যেমন- শিক্ষা, দক্ষতার উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ের জন্য উদ্যোক্তা বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

- **এনজিও**

- প্ল্যান
- ব্র্যাক
- সুরভি
- ব্লাষ্ট
- দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র

৯. ঢাকা জেলা: শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং যুবসমাজের সাথে জড়িত সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

বস্তিবাসী যুবসম্প্রদায়ের জন্য ব্লাষ্টের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প

- ইউসেপ বাংলাদেশের সাথে যৌথ প্র্যাসে নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন।
    - এই প্রশিক্ষণের আওতায় বর্তমানে ইউসেপ বাংলাদেশে ৩৪ জন কমিউনিটির নারী ও যুবক বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।
- ফিমেল এমপাওয়ার মুভমেন্ট (ফেম) এর সাথে যৌথ প্রয়াসে নগর দরিদ্র এলাকার কিশোরীদের আত্নরক্ষার প্রশিক্ষণ।
    - এই প্রশিক্ষণের আওতায় প্রশিক্ষিত হয়ে ২ জন কিশোরী বর্তমানে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ অর্জন করেছে।
- ব্লাষ্টের সদ্য সমাপ্ত সখি প্রকল্পের আওতায় ৫ জন কমিউনিটির নারীদের বিতাকে প্রশিক্ষনের জন্য ভর্তি করানো হয়েছিলো।
- ঢাকা শহরের বস্তি এলাকায় বাস্তবায়িত ও চলমান অন্যান্য প্রকল্পসমূহ-
    - ঢাকার ১৫ টি বস্তি এলাকায় বাস্তবায়িত স্বাস্থ্য, অধিকার ও ইচ্ছাপুরণ বিষয়ক প্রকল্প
    - ঢাকার ৯ টি বস্তি এলাকায় বাস্তবায়নাধীন আশ্রয় প্রকল্পের মাধ্যমে বস্তিবাসীদের আইন ও স্বাস্থ্য সেবা, আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীর আত্নরক্ষা প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রকল্প।
- পারিবারিক আইন
    - গোপীবাগ লিগ্যাল এইড ক্লিনিক এবং ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিস্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে লিগ্যাল এইড ক্লিনিক সমূহের মাধ্যমে বস্তিবাসীদের মধ্যে পারিবারিক ও অন্যান্য আইন বিষয়ে সচেতনতা সভা- শিক্ষার্থীদের এসব বিষয়ে অধিক জ্ঞান অর্জনে সহায়তা প্রদান।

(CPD: 2019)

১০. কর্মশালা-আলোচনার উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং ধরণ

- **কর্মশালার উদ্দেশ্য**

  - *ঢাকায় কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন যুব গোষ্ঠী, পরিষেবা সরবরাহকারী (যেমন- শিক্ষা এবং দক্ষতা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান) এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকারীদের কার্যকারিতার (সরকারী, বেসরকারী এবং সিএসও) সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।*

- **কর্মশালার কাঠামো**

  - *কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের ৩ টি বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো হবে:*

    ক) নিরাপদ বাসস্থান;

    খ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;

    গ) ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা;

    ঘ) বেতন/ মজুরিভিত্তিক কাজ।

- **নিরাপদ বাসস্থান নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যসমূহঃ**

  - "নিরাপদ বাসস্থান" এর নিশ্চয়তা
  - বাসস্থান থেকে উচ্ছেদের ঝুঁকি
  - বিভিন্ন পরিষেবার পরিস্থিতি- গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি
  - বাসস্থান জনিত ব্যয়
  - সরকারি/ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এর প্রাপ্যতা
  - বেআইনি কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ

১০. কর্মশালা-আলোচনার উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং ধরণ

➢ ‘শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ’ বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যসমূহঃ

- তরুণদের তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা বোঝার জন্য;
- যুবক, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের (বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) ‘দক্ষতা’, ‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘জবাবদিহিতা’ মূল্যায়ন করা;
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যুবকদের দক্ষতার ব্যবধানের মূল্যায়ন করা;
- শিক্ষা, দক্ষতা এবং চাকরির সুযোগের ক্ষেত্রে মহিলা, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী, এবং যারা শিক্ষা, কর্মসংথান এবং প্রশিক্ষনে নেই এমন তরুণদের পশ্চাদপদতার মূল্যায়ন করা;
- নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত বিভিন্ন উদ্যোগ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশ সম্পর্কিত জাতীয় বাজেটে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা;
- যুবকদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার ক্ষেত্রে উন্নততর সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সরকারি ও বেস্বরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিভাবে আরো কার্যকর, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমুখী হতে পারে, সে সম্পর্কে সুপারিশমালা তৈরী করা।

১০. কর্মশালা-আলোচনার উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং ধরণ

➢ **‘ব্যবসায় এবং উদ্যোগ’ বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যসমূহঃ**

- তরুণদের তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান সম্পর্কে আকাঙ্খা বোঝা;
- যুবকদের ব্যবসায়ের/ উদ্যোগের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সরকারি / বেসরকারি অফিসের পরিষেবার ‘দক্ষতা’ ‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘জবাবদিহিতা’ মূল্যায়ন করা;
- বিভিন্ন ব্যবসায়/ উদ্যোগে যুবনারী সহ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত যুবগোষ্ঠীর পশ্চাদপদতার মূল্যায়ন বা অনুসন্ধান করা;
- নির্বাচনী ইশতেহারে ব্যবসায়/ উদ্যোগ বিষয়ে ঘোষিত বিভিন্ন উদ্যোগ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং জাতীয় বাজেটে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের/ অংশীদারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা;
- যুব উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও স্বনির্ভরদের ক্ষেত্রে উন্নততর সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারী অফিসের বিদ্যমান পরিষেবাগুলো কীভাবে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ’ ও জবাবদিহি করা যায়, সে সম্পর্কে সুপারিশমালা তৈরী করা।

১০. কর্মশালা-আলোচনার উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং ধরণ

➢ **‘মজুরি কর্মসংস্থান’ বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যসমূহঃ**

- তরুণদের তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান সম্পর্কে আকাঙ্খা বোঝা;
- যুবসমাজের কর্মসংস্থান করে থাকে এমন বিভিন্ন সরকারি দফতরের ‘দক্ষতা’ ‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘জবাবদিহিতা’ মূল্যায়ন করা;
- যুবসমাজের কর্মসংস্থান করে থাকে এমন বিভিন্ন বেসরকারি দফতরের ‘দক্ষতা’ ‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘জবাবদিহিতা’ মূল্যায়ন করা;
- যুবসমাজের দক্ষতার ক্ষেত্রে দক্ষতার যে ঘাটতি/ ব্যবধান রয়েছে তা মূল্যায়ন করা এবং কোন পেশায় কি ধরণের দক্ষতার প্রয়োজন হয় তা খুঁজে বের করা;
- উপযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে নারী সহ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত যুবসমাজের পশ্চাদপদতার কারণ অনুসন্ধান করা;
- বিভিন্ন ব্যবসায়/ উদ্যোগে যুবনারী সহ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত যুবগোষ্ঠীর পশ্চাদপদতার মূল্যায়ন বা অনুসন্ধান করা;
- শিক্ষা, কর্ম ও প্রশিক্ষণে নেই যারা তাদের চাকরির প্রতি অনাগ্রহের কারণ অনুসন্ধান করা;
- নির্বাচনী ইশতেহারে ব্যবসায়/ উদ্যোগ বিষয়ে ঘোষিত বিভিন্ন উদ্যোগ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং জাতীয় বাজেটে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের/ অংশীদারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা;
- যুব উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও স্বনির্ভরদের ক্ষেত্রে উন্নততর সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারী অফিসের বিদ্যমান পরিষেবাগুলো কীভাবে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ’ ও জবাবদিহি করা যায়, সে সম্পর্কে সুপারিশমালা তৈরী করা।

ধন্যবাদ

www.cpd.org.bd